# বাংলা সাহিত্যের ভাষা ঃ সাধু ও চলিত

রঞ্জয় সাহা
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
নগাঁও গার্লছ কলেজ

সাহিত্যের অর্থাৎ লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার কম-বেশি পার্থক্য থাকবেই। প্রথমত লেখার ভাষা উপস্থিত-অনুপস্থিত অনেকের জন্য, মুখের ভাষা উপস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যকের জন্য। তাই লেখার ভাষা বৃহত্তর দেশ-কালের প্রয়োজনের জন্য বলে তার ভাষা ভাণ্ডারও বৃহত্তর। দ্বিতীয়ত লেখার ভাষা অনুসরণ করে পূর্বাগত অনুশীলিত আদর্শের, মুখের ভাষা শ্রুত সাময়িক আদর্শের।

খ্রিস্টিয় ঊনবিংশ শতকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গদ্য ভাষার উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গদ্যরীতির নির্দিষ্ট ভাষা ছাঁদ পাওয়া যায়, লিখিত গদ্যের সেই রূপটি সাধুভাষা নামে পরিচিত। আধুনিককালে বাংলা কথ্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বলা যেতে পারে তা লিখিত ভাষা-ছাঁদ হিসাবে সাধু রীতিকে প্রায় নির্বাসিত করেছে। এই ভাষারীতিকে বলা হয় চলিতভাষা বা Standard Colloquial Language।

বাংলা গদ্যের যথার্থ সূচনা হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত এবং মুনশিদের হাতে। মুখের ভাষা হিসাবে গদ্য তার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, সেটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পর্তুগিজ মিশনারিদের উল্লেখযোগ্য গদ্য প্রয়াস 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এই দুটি গ্রন্থ। ঊনবিংশ শতকে রীতিমত প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা সাহিত্যিক গদ্য অবলম্বন করেছে সংস্কৃত ভাষার আদর্শ-সংস্কৃত রীতির শব্দ চয়ন, সমাস বাহুল্য, কথ্য ভাষার পদবর্জন প্রভৃতি। পণ্ডিতগণই তাঁদের এই সাহিত্যিক গদ্যকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'সাধু গৌড়ীয় ভাষা' বা সংক্ষেপে সাধুভাষা।

মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করেও যে সাহিত্যিক গদ্য রচনা করা সম্ভব, সেই বিশ্বাস নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখান প্যারীচাঁদ মিত্র। এই ভাষা গড়ে উঠেছে আরও পরে দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব অংশের উপভাষা অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের উপভাষার সঙ্গে কলকাতার কথ্য ভাষা অবলম্বন করে। চলিতভাষার সাহিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমথ চৌধুরী এবং তার 'সবুজ পত্রে'র অবদান সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর প্রতিভাও এই গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বর্তমান সাহিত্যিক গদ্যের বেশির ভাগই রচিত হয় চলিতভাষায়।

সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়া পদের রূপে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু পার্থক্য আছে, যেমন শব্দ ব্যবহার ও সামাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে। সাধুভাষায় তৎসম

শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। চলিতভাষায় যদিও তৎসম শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তদ্ভব ও দেশি শব্দও সেখানে অনায়াসে চলে, এমনকি বিদেশী শব্দ পর্যন্ত। সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ সাধুভাষায় বেশি, চলিতভাষায় তার পরিবর্তে ইডিয়মের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

সাধুভাষা ও চলিতভাষার মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য ঃ

১. ধ্বনিতত্ত্ব ঃ

মৌখিক উচ্চারণ চলিতভাষার ভিত্তি হলেও এর লিখিত রূপে প্রায়ই এই মৌখিক বিকৃতি রক্ষিত হয় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপে অবশ্য মৌখিক রীতি পাওয়া যায়।

| **সাধু** | **চলিত** |
|---|---|
| বড় | বড়ো |
| ভাল | ভালো |
| ছোট | ছোটো |
| বল | বলো |
| আছ | আছো |

২. নাম পদ ঃ

নাম পদ অর্থাৎ বিশেষ্য পদের বচন, কারক-বিভক্তি প্রভৃতিতে চলিতভাষার সঙ্গে সাধুভাষার কিছু পার্থক্য আছে।

| **সাধু** | **চলিত** |
|---|---|
| ভ্রাতৃদ্বয় | ভাই দুটি, দুটি ভাই |
| পাখী দুইটি | পাখি দুটো |
| শাড়ি দুইটি | এক জোড়া শাড়ি |

একবচনের প্রয়োগে সাধুভাষা ও চলিতভাষার প্রভেদ আছে। সাধুভাষার নির্দিষ্ট কর্তায় সাধারণত '-টি' যুক্ত হয়; চলিতভাষায় যুক্ত হয় '-টা'। বহুবচনে চলিতভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি নামের সঙ্গে বহুবচনের বিভক্তি '-রা', '-দের' প্রভৃতি যোগ করা হয়। যেমন - রামেরা, যদুরা, বোসেদের ইত্যাদি।

কারক-বিভক্তিতে বিভক্তি হীনতা (শূন্য বিভক্তি) চলিতভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট, এক্ষেত্রে সাধুভাষায় সাধারণত নির্দিষ্ট কারকের নির্দিষ্ট বিভক্তি মেনে চলা হয়।

কর্ম ঃ ছেলে ঠেঙিয়ে রাতদুপুরে লোক জাগাচ্ছো কেন?

করণ ঃ তারা জোর ফুটবল খেলছে।

অপাদান ঃ ছাদ-চোঁয়ানো জলে ঘর ভেসে গেল।

অধিকরণ ঃ পাড়া-বেড়ানি মেয়ে।

৩. সাধারণত সাধুভাষার শব্দভাণ্ডারে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ বেশি, কিন্তু চলিতভাষায় তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য এখন অবশ্য প্রায় নেই বললেই চলে।

৪. সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধুভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় কম।

৫. সাধুভাষায় সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন - তাহা, যাহা, তাহার, তাহাদের, তাহাদিগের, যাহাদের, যাহাদিগের, ইহাদিগের, ইহা, উহা, ইত্যাদি। চলিতভাষায় অনেক সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন - তা, যা, তার, যার, তাদের, যাদের, এ, ও ইত্যাদি।

৬. ক্রিয়ারও অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত, চলিতভাষায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন - সাধুভাষা ঃ করিয়া, করিতেছি, করিয়াছি, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। চলিতভাষায় যেখানে দেখা যায় - করে, করছি, করেছি, করেছিলাম ইত্যাদি।

৭. বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গও সাধুভাষা ও চলিতভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন - সাধুভাষা ঃ দ্বারা, সহিত, হইতে, অভ্যন্তরে ইত্যাদি। চলিতভাষা ঃ দিয়ে, সঙ্গে, থেকে, ভেতরে বা মধ্যে ইত্যাদি।

৮. যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধুভাষায় বেশি, চলিতভাষায় অপেক্ষাকৃত কম। যেমন - সাধুভাষা ঃ গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিতভাষা ঃ যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।

৯. সাধুভাষার বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই বিন্যাসক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না। চলিতভাষার বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

১০. কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিতভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়, সাধুভাষায় সেগুলির প্রয়োগ বিরল।